পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
৪র্থ সংখ্যা,ষট-তিলা একাদশী,
২৩শে জানুয়ারী, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদশিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তিশ্রীলঅভয়চরণারবিন্দভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারাসেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।হরে রাম হরে রাম রামরাম হরে হরে

শ্রবণম্

(দ্বিতীয় পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে 'বিষয়ভিত্তিক সংকলন')

***** ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে শ্রবণ:** পূর্ববর্তী দুটি শ্লোকে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত তার অপ্রাকৃত গুণাবলীর প্রভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের মধ্যে সর্বোত্তম। এই গ্রন্থে যে জ্ঞান বিতরণ করা হয়েছে তা সব রকমের জাগতিক কার্যকলাপ এবং পার্থিব জ্ঞানের অতীত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ভাগবত কেবল উন্নত জ্ঞান-সমন্বিত শাস্ত্রই নয়, তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল। পক্ষান্তরে বলা যায় এটি হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। এই সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে ধৈর্য এবং বিনয় সহকারে তা শ্রবণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতা সহকারে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করা উচিত। *(শ্রী.ভা. ১.১.৩ তাৎপর্য)*
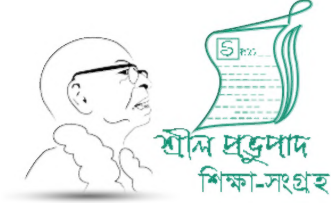
***** শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ এবং সদ্গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ অভিন্ন:** আমাদের বুঝতে হবে যে, অর্জুন তাঁর অসীম সৌভাগ্যের ফলে সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছিলেন, তেমনই ব্যাসদেবের আশীর্বাদে সঞ্জয়ও শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরিভাবে শ্রবণ করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সরাসরিভাবে শ্রবণ করা এবং ব্যাসদেবের মতো সদ্গুরুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ব্যাসদেবেরও প্রতিনিধি। তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে তাঁর শিষ্যরা ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করেন। *(ভ.গী. ১৮.৭৫ তাৎপর্য)*

***** সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখারবিন্দ থেকে শ্রবণ:** এই শ্লোকটি আধুনিক সমাজের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ বর্তমান সমাজে বাস্তবিকপক্ষে পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম শিক্ষাই দেওয়া হয় না। কিছু কিছু লোককে নাস্তিক অথবা অজ্ঞাবাদী অথবা দার্শনিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন রকম দার্শনিক জ্ঞানই নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, কোন মানুষ যদি পুণ্যাত্মা হন, তা হলে শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি পরমার্থ সাধনের পথে একটি সুযোগ পেতে পারেন। এই শ্রবণের পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি বর্তমান জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে গেছেন, তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ যদি কেবল সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তা হলে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারেন, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁরা যদি অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ- হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন। তাই বলা হয়েছে যে, সকলেরই উচিত আত্মজ্ঞানী পুরুষের কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করা। তখন তাঁরা আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা শুরু করবেন। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, এই কলিযুগে কাউকেই তার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে না। তবে অনুমানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার সব রকম চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে। যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের সেবক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি অসীম সৌভাগ্যের ফলে কোন শুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় লাভ করেন, তাঁর মুখারবিন্দ থেকে আত্মজ্ঞান শ্রবণ করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তের পর্যায়ে উন্নীত হবেন। এই শ্লোকে শ্রবণ করার পন্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এই শ্রবণের পন্থা খুবই যথাযথ। সাধারণ মানুষ যদিও তথাকথিত দার্শনিকদের মতো দক্ষ নাও হন, তবুও শ্রদ্ধাভরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের মুখারবিন্দ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার ফলে তাঁরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন। *(ভ.গী. ১৩.২৬ তাৎপর্য)*

***** পেশাদারি পাঠকদের কাছ থেকে শ্রবণ পরিত্যাজ্য:** ভাগবত-সম্প্রদায়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হবে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছ থেকে। যে সমস্ত মানুষ অর্থ উপার্জন করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, তারা কখনই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রতিনিধি নয়। এই ধরনের মানুষের কাজ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা। তাই এই ধরনের পেশাদারি ভাগবত-পাঠকদের ভাগবত পাঠ কখনই শোনা উচিত নয়। *(শ্রী.ভা. ১.১.৩ তাৎপর্য)*

***** শ্রম এব হি কেবলম্:** সকলের হৃদয়েই ভগবানের প্রতি সুপ্ত প্রেম রয়েছে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় বস্তুর প্রতি জীবের যে আসক্তি, তা জড় দেহ এবং মনের মাধ্যমে চিন্ময় ভগবৎ-প্রেমেরই বিকৃত প্রকাশ। তাই আমাদের স্বধর্মপরায়ণ হতে হবে, যাতে আমরা আমাদের হৃদয়ে দিব্য চেতনার বিকাশ করতে পারি। তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে, এবং যে ধর্ম বা বৃত্তিগত কার্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আসক্তির উদয় হয় না, তাকে এখানে 'শ্রম এব হি কেবলম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *(শ্রী.ভা. ১.১.৮ তাৎপর্য)*

*****ভক্তিপথে উৎপাতঃ** তাই ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য উপনিষদ, বেদান্ত এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। শ্রবণ এবং অনুশীলন না করলে লোক দেখানো ভক্তি আচরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তির পথে এক রকমের উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ অথবা পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধি বিহীন লোক দেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। *(শ্রী.ভা. ১.২.১২ তাৎপর্য)*

(...পরবর্তী পর্ব আগামী সংখ্যায়)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

(গত সংখ্যার পর) ...

তাই যখন আমরা আমাদের ক্লেশ সম্বন্ধে সচেতন হই, আমরা দুঃখকষ্টের পরিস্থিতিতে জেগে উঠি...আমরা ক্লেশ ভোগ করছি। ক্লেশের বিস্মৃতি বা অজ্ঞতার কোন অর্থ নেই। আমরা ক্লেশ ভোগ করছি। কিন্তু যখন কেউ খুব ঐকান্তিকভাবে তার সমস্যার সমাধান চায়, তখন একজন পারমার্থিক গুরু প্রয়োজন। ঠিক যেমন এখন অর্জুনের একজন পারমার্থিক গুরু প্রয়োজন। এটা কি পরিষ্কার ? হ্যাঁ। তাই আমরা সেই ক্লেশ ভোগ করছি। এর জন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই, কেবল মনন করা, সামান্য একটু মনন করা যে," আমি এই সমস্ত ক্লেশ চাই না, কিন্তু আমাকে তা ভোগ করতে হচ্ছে। কেন ?এর কি কোন সমাধান আছে ? আছে...?" কিন্তু সমাধান আছে। এই সব শাস্ত্রগ্রন্থ, এই সব বৈদিক জ্ঞান, সবকিছু ...এবং শুধুমাত্র বৈদিক জ্ঞানই নয়...এখন...ওহ, তোমরা কেন বিদ্যালয়ে যাচ্ছ ? তোমরা কেন মহাবিদ্যালয়ে যাচ্ছ ? কেন তুমি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ করছ ? কেন তুমি আইন শিক্ষা গ্রহণ করছ ? এই সবকিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই ক্লেশভোগের সমাপ্তি-সাধন। যদি আমরা এই ক্লেশভোগ না করতাম, তাহলে কাউকেই তখন শিক্ষা গ্রহণ করতে হত না। বোঝা গেল ? কিন্তু সে মনে করে যে " যদি আমি শিক্ষিত হই, যদি আমি একজন ডাক্তার হই অথবা যদি আমি একজন আইনবিদ হই বা যদি আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হই, তবে আমি সুখী হব।" সুখী। এটিই হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। "আমি একটি ভালো চাকরি পাব, সরকারী চাকরী। আমি সুখী হব।" তাই এই সুখই হচ্ছে অন্তিম লক্ষ্য, আমি বোঝাতে চাচ্ছি প্রতিটি প্রয়াসের অন্তিম লক্ষ্য। তাই ... কিন্তু এই ক্লেশমুক্তি হচ্ছে সাময়িক। প্রকৃত ক্লেশ, প্রকৃত ক্লেশের কারণ হচ্ছে আমাদের জড় অস্তিত্ব, এই ত্রিতাপ ক্লেশ। তাই যখন কেউ তার ক্লেশ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সে এই ক্লেশের একটি সমাধান চায়, তখন একজন পারমার্থিক গুরুগ্রহণ অনিবার্য। এখন, যদি তুমি তোমার ক্লেশের সমাধান চাও এবং তুমি একজন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে চাও, তাহলে কোন ধরণের ব্যাক্তির সাথে পরামর্শ করলে তোমার সব ক্লেশের অবসান হবে ? সেটি নির্বাচন করা আবশ্যক। যদি তুমি একটি রত্ন, হীরা এবং খুব মূল্যবান বস্তু ক্রয় করতে চাও এবং যদি তুমি একটি মুদির দোকানে যাও...এই ধরণের অজ্ঞাত...তুমি অবশ্যই প্রতারিত হবে। তুমি অবশ্যই প্রতারিত হবে। কমপক্ষে তোমার অবশ্যই অলঙ্কারের দোকানে যেতে হবে। অলঙ্কারের দোকান, বোঝা গেল ? এইটুকু জ্ঞান তোমার অবশ্যই থাকা চাই। সুতরাং এই প্রশ্নের সমাধান হয়েছে ?

দ্বিতীয় যুবক: হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রভুপাদ: ঠিক। সেই, পারমার্থিক গুরুগ্রহণের আবশ্যকতা তারই জন্য যিনি তার জাগতিক ক্লেশ সম্বন্ধে সচেতন। যদি কেউ তার জাগতিক ক্লেশ সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তখন সে এমনকি মনুষ্য হিসেবেও স্বীকৃতি পায় না। সে তখন পর্যন্ত পশু মর্যাদাসম্পন্ন। পশু মর্যাদা, বোঝা গেল ? এখন, আধুনিক সভ্যতা...আধুনিক সভ্যতা কার্যত... তারা এড়িয়ে যাচ্ছে, প্রকৃত সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তারা অস্থায়ী ক্লেশভোগের সাথে যুক্ত। কিন্তু বৈদিক পন্থা হচ্ছে বৈদিক জ্ঞান। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ক্লেশভোগের চিরসমাপ্তি, চিরতরের জন্য, ক্লেশভোগের চিরসমাপ্তি। বোঝা গেল ? মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটি, সমস্ত ক্লেশের চির-অবসান। অবশ্যই, আমরা সমস্ত প্রকার ক্লেশের অবসান করার চেষ্টা করি। আমাদের ব্যাবসা, আমাদের পেশা, আমাদের শিক্ষা, আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি- সমস্তকিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লেশের অবসান। কিন্তু ঐ ক্লেশ ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমাদেরকে এই ক্লেশের চিরসমাপ্তি করতে হবে। ক্লেশ...এই প্রকার জ্ঞানকে বলা হয় দিব্যজ্ঞান এবং যদি কেউ ঐ দিব্যজ্ঞানের অনুসন্ধান করে... এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কোন সাধারণ বস্তু নয়। এটি দিব্যজ্ঞান এবং এখন এখানে এর পটভূমি প্রস্তুত হয়েছে। পটভূমি প্রস্তুত। অর্জুন তাঁর ক্লেশ সম্বন্ধে সচেতন, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। এখন তিনি একজন পারমার্থিক গুরুর অনুসন্ধান করছেন।

তাহলে, সেই...আমাদের উচিত অর্জুনের অবস্থান গ্রহণ করা, শিষ্য। যখন একজন শিষ্য ঐকান্তিক, ঐকান্তিক তার ক্লেশের একটি সমাধান করতে, তখন তার একজন পারমার্থিক গুরু প্রয়োজন। আর কি ধরনের পারমার্থিক গুরু ? কৃষ্ণ, নরোত্তম, নরের মধ্যে সর্বোত্তম। সুতরাং একজন পারমার্থিক গুরু কৃষ্ণের প্রতিনিধি। অবশ্যই, কৃষ্ণ আমাদের সামনে উপস্থিত নন। কিন্তু কমপক্ষে আমাদের অবশ্যই পারমার্থিক গুরু হিসাবে একজন ব্যক্তি থাকতে হবে যিনি কৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং কে কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন ? যিনি কৃষ্ণের ভক্ত, পরম্পরা ধারায়, গুরু-শিষ্য পরম্পরায়। বোঝা গেল ? সুতরাং এখানে অর্জুন কৃষ্ণকে পারমার্থিক গুরু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এখন, প্রশ্ন হতে পারে যে "কেন অর্জুন... ? সেখানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, শুধুমাত্র কৃষ্ণই নন, কিন্তু সেখানে ব্যাসদেব এবং অনেক মহান ঋষি এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেন...?" এছাড়াও কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। অবশ্যই, তিনি গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ... তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তারা ছিলেন পিসতুত ভাই। কৃষ্ণ এবং অর্জুন, তারা ছিলেন পিসতুত ভাই। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অর্জুন ছিলেন ভগ্নিপুত্র। অর্জুনের মাতা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা, তাঁরা ছিলেন ভ্রাতা এবং ভগ্নি। তাই তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক আছে। তাঁদের ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং একই সময়ে, তাঁরা ছিলেন সমবয়সী এবং মিত্র। এখন, প্রশ্ন হতে পারে," কেন শ্রীকৃষ্ণকে পারমার্থিক গুরু রূপে গ্রহণ করা হলো ?" এটাই একজন শিষ্যের নির্বাচন, অর্জুন বলেছেন,

> ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
> যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
> অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
> রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্//
> (ভ.গী. ২.৮)

এখন, তিনি বলছেন যে " আমি এতই কিংকর্তব্যবিমূঢ় যে আমার এই বিলাপ কখনো সন্তুষ্ট হবে না, এমনকি যদি আমি মহাবিশ্বের রাজত্বও পেয়ে যাই। আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি শুধু এই পৃথিবী, বা ভারতের রাজত্বের জন্য।"

(...পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)